699
P15
1954

NANDAN
WEST BENGAL FILM CENTRE
LIBRARY

মুদ্রণ : চিত্রবাণী প্রেস : ১৮, হাজরা লেন : কলিকাতা-২৯

ভি ডি স্বামী প্রডাকশান্স-এর

চিত্রনিবেদন

★

তুলসী লাহিড়ীর

দুঃখীর ইমান

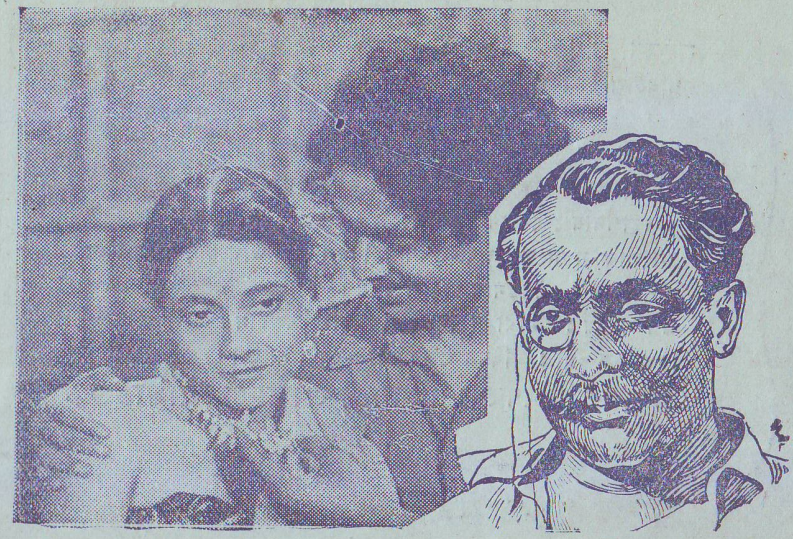

ভি ডি স্বামী প্রোডাকশান্স-এর নিবেদন

দুঃখীর ইমান

কাহিনী ও সংলাপ : ... তুলসীদাস লাহিড়ী

পরিচালনা : ... ... সুশীল মজুমদার

শব্দযন্ত্রী ... ... সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত-পরিচালনা ... সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা ... ... অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

আলোকচিত্র-শিল্পী ... ... সুধীশ ঘটক

শিল্প-নির্দেশক ... ... গোপী সেন

ব্যবস্থাপনা ... ... ননী মজুমদার

রূপসজ্জা ... ... অভয়পদ দে

আলোক-সম্পাত... ... ...এস, কে, চ্যাটার্জী

আবহ-সংগীত : ক্যালকাটা অরকেষ্ট্রা

কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে আর সি এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

সহকারিগণ :

পরিচালনায় : ভূজঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন দত্ত, মনোজ ভট্টাচার্য্য, বিমল বসু, সুরেন চক্রবর্তী।

চিত্র-শিল্পে : বিভূতি চক্রবর্তী, নির্মল এবং মুকুল।

শব্দানুলেখনে : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, কুমার সরকার।

ব্যবস্থাপনায় : যোগেশ মুখোঃ, শ্রীশ রায়চৌধুরী।

আলোক-সম্পাতে : সুধাংশু ঘোষ, বিমল দাস, ভীষ্মদেব, কমল চক্রঃ

সম্পাদনায় : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

রূপ-সজ্জায় : নারায়ণ, বিজয়, মুন্সীরাম-বৈজুরাম।

স্থির-চিত্রশিল্পী : বিনয় গুপ্ত। ষ্টিল-ফটো সার্ভিস।

একমাত্র পরিবেশক : *কিনেমা এক্সচেঞ্জ লিমিটেড*

NANDAN
WEST BENGAL FILM CENTRE
LIBRARY

রূপায়ণে :

রবীন মজুমদার, কৃষ্ণধন মুখোঃ, সুশীল মজুমদার, কানু বন্দ্যোঃ, ভানু বন্দ্যোঃ, লীলা দাশগুপ্তা, নমিতা রায়, উমা মুখোপাধ্যায়, শান্তা দেবী, লীলাবতী (করালী), নিতাই ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, বলাই মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ৺জীবন গঙ্গোঃ, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, আশু বোস, শোভা গোস্বামী, মণি শ্রীমানী, কানাই ভট্টাচার্য, মাষ্টার সত্য, কুঞ্জ দাস, নগেন মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ দত্ত, নকুল দত্ত, অহি সান্যাল, সত্যেন গোস্বামী, প্রবোধ মুখোঃ, বিমল সান্যাল, লাল বিহারী ঘোষ, জয়ন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, কেষ্ট বন্দ্যোঃ, জ্যোতি বর্মণ, ডাঃ বি বোস, সুনীল ঘোষ, বিজলী মুখোঃ।

গল্পাংশ

ধর্মদাস ও রঘুনাথ দুই বৈমাত্রেয় ভাই, ধর্মদাস ক্ষেত-খামার করে, আর রঘুনাথ করে বন্ধকী তেজারতীর কারবার। ধর্মদাস সরল, উদার ও নির্লোভ। কিন্তু তার দাদা ঠিক তার বিপরীত—মূর্তিমান শঠ। সংসার পাতবে বলে ধর্মদাস বিয়ে করলো বিলাতিকে। রঘুনাথের চক্রান্তে ধর্মদাস বঞ্চিত হয়, লাঞ্ছিত হয় নানাভাবে, তার মায়ের গহনা সে গচ্ছিত রেখেছিল রঘুনাথের কাছে। কৌশলে সে-গহনা আত্মসাৎ ক'রে লোভী রঘুনাথ তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে এমন একটা চক্রান্ত করলো যার ফলে ধর্মদাসের জীবনে আসে বিপর্যয়—তার জেল হয়। সেই থেকে চোরের অপবাদ নিয়ে সমাজে বাস করতে হয় তাকে। জেল থেকে বেরিয়ে মৃতপ্রায় শিশুপুত্রকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে সে ছোটে দাদার কাছে, মায়ের গহনাগুলো উদ্ধারের আশায়।

রঘুনাথ এখন গাঁয়ের প্রধান, পঞ্চায়েতের প্রেসিডেণ্ট। তার খড়ের বাড়ি এখন পাকা হয়েছে। তার চক্রান্তে ধর্মদাসের আবার জেল হয়। সেই থেকে ধর্মদাস দাগী চোর। ধর্মদাস যখন দ্বিতীয়বার জেলে, দেশে তখন এলো দারুণ বিপর্যয়—যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবে গ্রামবাসীর শিয়রে দেখা দিল সর্বনাশ। গ্রামের শস্য উজাড় হয়ে চলে যায়, উপোস ক'রে মরে গ্রামবাসী। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে গ্রামে গঠিত হয়েছে সংরক্ষণী সমিতি। সমিতির যুবকেরা রাতে খবরদারি ক'রে বেড়ায় এবং কিছু বেশীমাত্রায় করে ধর্মদাসের বাড়ির সামনে—ধর্মদাস বিরক্ত হয়, প্রতিবাদও করে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে সে আজ দাগী চোর। সে তার লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত জীবনের সান্ত্বনা খুঁজে পায় ঘরে বিলাতির কাছে, আর বাইরে দরিদ্রের বন্ধু মাষ্টার মশায়ের কাছে।

এমন সময়ে হঠাৎ কলকাতা থেকে আসে বিলাতির হারানো দিদি। গান শিখে পয়সা করেছে তাই সে এসেছে তাদের গ্রামের দেবতার কাছে মানত দিতে। ঠাকুর মন্দিরের অঙ্গনে গান গাইবার সময় সে পড়ে যায় গ্রামের লম্পট জমিদারের লালসা-পঙ্কিল দৃষ্টিপথে। জমিদারের ঘৃণিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে বিলাতির দিদি ফিরে যায় কলকাতায়। এই জমিদার তার যৌবনে যে-মেয়েটির সর্বনাশ করেছিল সেই বঞ্চিতার বিকৃত-মস্তিষ্ক ছেলে প্রসাদ। জমিদারকে পথে একলা পেয়ে প্রসাদ আসে তাকে হত্যা করতে। এমন সময় মাষ্টারমশাই আসেন এদের মধ্যে, জমিদারের প্রাণ রক্ষা হয়, প্রসাদ হয় নিরস্ত।

এরপর ধর্মদাস আবার গ্রেপ্তার হয় চুরির অপরাধে। নিজের ঘরে সিঁধ দিয়ে রঘুনাথ নিজের বন্দুক চুরি ক'রে সে-দোষ চাপায় সরল ধর্মদাসের ঘাড়ে; আর চালের লাইন দিতে গিয়ে গ্রামের দরিদ্র মুসলমান চাষী জামাল অভিযুক্ত হয় মারপিটের দায়ে এবং সে-দায় থেকে জামিনে খালাস পেয়ে পরে সে অভিযুক্ত হ'ল চাল চুরির দায়ে। চুরির তদন্ত করতে আসেন সকলের সামনে দারোগা সাহেব। রঘুনাথের তৈরী সাক্ষী ফেঁসে যায়, ধর্মদাসের অপরাধ প্রমাণ হয় না। কিন্তু জামাল রেহাই পায় না কিছুতেই। জামালের ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করতে ধর্মদাস যে নিজের জীবন বিপন্ন করে একবস্তা চাল চুরি করে এনে দিয়েছিল রাতের অন্ধকারে—এ শুধু জানতো জামাল। কিন্তু দারোগার সহস্র জেরার মুখেও সে একথা স্বীকার করেনি—নির্যাতনের মুখেও সে তার ইমান ছাড়েনি, ধর্মদাসকে সে বাঁচাবেই। কিন্তু দুঃখী হলেও ধর্মদাসই বা তার ইমান খোয়াবে কেন? সকলের সামনে সে তার চুরির স্বীকারোক্তি দিলো।

—আবার কি ধর্মদাসের কারাদণ্ড হলো?

—না—সে নিষ্কৃতি পেলো?

ছবিতে আছে সে-প্রশ্নের সমাধান। আর সেই সঙ্গে আছে বুভুক্ষিত ও বঞ্চিতদের অন্তরের বেদনার এক চিত্তস্পন্দী প্রতিচ্ছবি!

গান

[১]

সুন্দরী লো মাই, নাইদারী লো মাই,
আনিয়া দেমো, শাড়ী চুড়ী, হাটে যদি পাই ॥
ছিড়িয়া যায়, চিকন শাড়ী, ভাঙ্গিয়া যায় কাঁচের চুড়ী।
মনের জনের, সদাই মনে ঠাঁই,
দূরে কি কাছে কি মন যদি পাই।

[২]

ফুল কলিরে কয় কাল ভ্রমর,
ও তোর রূপ দেখিয়া, পাগল হয়া
হয়াছি যে চোর।
কলি কয় হায়, তোর তরে রূপ মোর,
বুকের মধু আছে বঁধু
না হইও কাতর ॥
দিনের আলো নিভিয়া আইল কয় ভ্রমর,
কলি কয় হায়, ঝরার পালা
আইল বুঝি মোর ॥
(ও) তোর রূপ দেখিয়া,—পাগল হয়া
হয়াছি যে চোর।
মন, দেওয়া নেওয়া খেলা করি,
দিন মান করিমো ভোর ॥
(তুলসী লাহিড়ী)

[৩]

(ও) চাঁদ বদনি, পর পর, পর চান্দির হার
নয়ন ভরি দেখি আমি, ঐ চাঁদ মুখের বাহার ॥
বাঁশের ঝাড়ের আড়ে যেমন সাঁঝের তারা জ্বলে
সুন্দর সিন্দুরের টীপ, তোমার কপালে,
তোমার কাজল চোখের, মেঘের ছায়ায়,
না জুড়ায় পরাণ কাহার ॥
কাসিয়া ফুল হাসিয়া দোলে, গাঙ্গে আইলে ঢল,
তোমার মুখে ফুটুক হাসি, হামার চোখে জল।
আকাশ থাকি আনি তারা, বনে থাকি ফুল,
সাজেয়া দেখিতে তোরে, পরাণ আকুল,
গড়েয়া ভাঙ্গি, ভাঙ্গিয়া গড়ি,
দিন মান কাটে হামার ॥
(তুলসী লাহিড়ী)

[৪]

মেলে চোখ দেখনা চেয়ে, ঘূর্ণি আঁধি এল ধেয়ে,
চুরমার করবে এবার, ঘর বাড়ী দ্বার, সামাল সামাল।
দানবের বলের বড়াই, দুনিয়ায় আনল লড়াই,
তাই, কাঁপিয়ে ভুবন দাপিয়ে বেড়ায় মহামারী কাল,
সাথে, তার দরুণ আকাল, মেলেছেরে জাল,
হাসছে হাসি বিকট ভয়াল ॥
সোণার ফসল ভুলে তুলে, দিসনে শঠের করে,
হাহাকারের কাল কলরোল, উঠবে ঘরে ঘরে,
রে ভাই উঠবে ঘরে ঘরে ॥
বুঝে ভাই ন্যায়ের ফাঁকি, চিনে নে নকল মেকী,
যারা, বাগিয়ে ভুঁড়ী, হাঁকায় জুড়ী, ঠকিয়ে চিরকাল,
আজ তারাই মুখোস প'রে ঘুরছে যেরে,
মারছে গরীব, সেজে দয়াল ॥
(তুলসী লাহিড়ী)

[৫]

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম,
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ওহুটি চরণ
সদা নিয়ে রাখি বুকে ॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা,
আমারি কেবল তুমি।
আমার পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি ॥
বঁধু, শিশুকাল হইতে মায়ের সোহাগে
সোহাগিণী বড় আমি।
সখিগণ মোর জীবন অধিক,
পরাণ বঁধুয়া তুমি।
আমার নয়নের অঞ্জন, অঙ্গেরি ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চাঁদা,
জ্ঞানদাসে কহে কালিয়া পিরীতি
আমার অন্তরে অন্তরে বাঁধা ॥
(৺জ্ঞানদাস)